আলমডাঙ্গা মাধবপুর মডেল হাইস্কুল পরিদর্শনে রাজবাড়ী জেলা দায়রা জজ

আলমডাঙ্গা ডাউকি ইউনিয়নের “মাধবপুর মডেল হাই স্কুল” পরিদর্শন করেন লন্ডন প্রবাশী ব্যারিষ্টার জিল্লুর রহমান ও রাজবাড়ী জেলা দায়রা জর্জ মো:তহিদুল ইসলাম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, অত্র বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও ম্যানেজিং কমিটির সম্মানিত সভাপতি মো: ছরোয়ার হোসেন।

অতিথিদের সামনে প্রধান শিক্ষক আশরাফ জাহান, আবেদ আলী স্কুলের কাগজ পত্র সহ বিভিন্ন সময়ের উন্নয়নমূলক কাজের বিষয়ে তুলে ধরেন। মাধবপুর গ্রামের কৃতি সন্তান রাজবাড়ী জেলা দায়রা জর্জ তহিদুল ইসলাম বলেন, অত্র বিদ্যালয়ের সাথে আমার পিতামহ জড়িত ছিলেন, তিনি জমি দান করে স্কুল নির্মাণ করেছিলেন, আমরা তার সন্তান হিসেবে তার হাতে গড়া বিদ্যালয়টিকে ডিজিটালাইজ্ড মডেল হাইস্কুলে রুপান্তরিত করার জন্য সর্ব প্রকার চেষ্টা অব্যাহত রাখবো।

তিনি আরো বলেন, আমার বড় ভাই এখানে শিক্ষকতা করেন, তার কাছ থেকে সব সময় স্কুলের খোজ খবর রাখি। আপনারা সকলে মিলে স্কুলটির উন্নয়ন কল্পে এগিয়ে আসলে আমরা সবাই মিলে গ্রামের স্কুলটির উন্নয়ন করবো ইনশাল্লাহ। এছাড়া তিনি দীর্ঘ আলোচনা, মূল্যবান দিক নির্দেশনা ও গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদান করেন।

ব্যারিষ্টার জিল্লুর রহমান বলেন, আপনারা সকলে মিলে এই স্কুলের জন্যে যেভাবে কাজ করছেন, তাতে আমি আশাবাদি স্কুলটি অত্র এলাকার মধ্যে সেরা স্কুলে রুপান্তরিত হবে। আমি যেখানেই থাকি আপনারা আমাকে স্বরণ করলে আমি সবসময় আপনাদের পাশে থাকবো। এর আগে স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ তাদের দুজনকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

[redacted]

[redacted] (**) [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

গুড়ির আঘাতে স্কুলছাত্রের মৃত্যু

আলমডাঙ্গার মাধবপুরে গাছের গুড়ি, আলমসাধু গাড়িতে তুলতে গিয়ে ছিটকে পড়ে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে এক স্কুল ছাত্র নিহত হয়েছে। রবিবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের মাধবপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত হযরত (১৪) উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের মাধবপুর গ্রামের হাবিল উদ্দিনের ছেলে। সে স্থানীয় মাধবপুর মডেল মাধ্যমিক হাইস্কুলের ৮ম শ্রেণীর শিক্ষার্থী ছিল।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রবিবার সকালে মাধবপুর গ্রামের গাছ ব্যবসায়ী নুরজার হোসেন গাছের কাটা অংশ আলমসাধু গাড়িতে তুলছিলেন। একটি বড় গাছের কাটা অংশ গাড়িতে তুলতে স্কুলছাত্র হযরত ডেকে নেয়। এসময় গাড়ি থেকে একটি গাছের গুড়ি ছিটকে হযরতের শরীরে আঘাত করে । এতে সে মাথা ও মুখে গুরুত্বর আঘাত পেয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। এ ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা দেখা দেয়। খবর পেয়ে দুপুর ১২টার দিকে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত গাছ ব্যবসায়ী নুরজার পালিয়েছেন।

স্থানীয় ইউপি সদস্য আনিসুজ্জামান জানান, স্কুলছাত্রের বাড়ির পাশেই গাছ ব্যবসায়ীরা আলমসাধু গাড়িতে গাছের গুড়ি তুলছিল। ওই স্কুল ছাত্র গাছের গুড়ি তুলতে সাহায্য করতে গেলে গাড়ি থেকে গাছের কাটা গুড়ি তার শরীরের উপর ছিটকে পড়ে। ঘটনাস্থলেই সে মারা যায়।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ বলেন, সকালে গাছের গুড়ি তুলতে গিয়ে এক স্কুলছাত্র নিহত হয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ উপস্থিত হয়ে লাশের সুরতহাল করেন। অভিযোগ পেলে, তদন্ত সাপেক্ষে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আলমডাঙ্গার মাধবপুর কলা চুরি করতে এসে ধরা; পুলিশে সোর্পদ

আলমডাঙ্গা উপজেলার মাধবপুর গ্রামে ভোর রাতে কলার কাঁদি চুরি করতে এসে টিটু মন্ডল নামের এক ব্যক্তি এলাকাবাসীর কাছে ধরা পড়ে গণপিটুনির শিকার হয়েছে।

আজ শনিবার দিবাগত ভোর ৫ টার দিকে উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের মাধবপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। গণপিটুনির শিকার ওই ব্যাক্তি ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুন্ডু থানার তৈলটুপি গ্রামের বসরত মন্ডলের ছেলে টিটু মন্ডল (৩৭)। পরে আলমডাঙ্গা থানাপুলিশের নিকট তুলে দেয় এলাকাবাসী।

স্থানীয়রা জানান, শনিবার দিবাগত ভোরে কয়েকজন কৃষক মাঠে কাজ করতে যাচ্ছিল। এসময় অজ্ঞাত ব্যক্তিকে বিভিন্ন জমির কলার কাঁদি কাটতে দেখতে পায়। তার পরিচয় জানতে চাইলে, প্রথমে সে পাশ্ববর্তী গ্রাম বকসিপুর গ্রামে বাড়ি বলে দাবি করেন। পূণরায় ওই ব্যাক্তি ভ্যান যোগে চুরিকৃত কলার কাঁদি নিয়ে যাবার সময় এলাকার আরো কয়েকজন কৃষক বাড়ি জানতে চাইলে সে হরিণাকুন্ডু থানার তৈলটুপি গ্রামে জানায়। এলাকাবাসীর সন্দেহ হয়, পরে তাকে নিয়ে আসে মাধবপুর মক্তব প্রাঙ্গণে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদে সে বিভিন্ন জমি থেকে কলার কাঁদি গুলো চুরি করেছে বলে স্বীকার করে। পরে উত্তেজিত জনতা ওই ব্যক্তিকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশের নিকট তুলে দেয়।

আলমডাঙ্গা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মারজাহান জানায়, মাধবপুর-বকসিপুর মাঠে কলা চুরির অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গণপিটুনি দিয়ে আটকে রাখে এলাকাবাসী । খবর পেয়ে ওই ব্যক্তিকে পুলিশের হেফাজতে নেওয়া হয়। চুরিকৃত ছোট-বড় ৩৪ টি কলার কাঁদি উদ্ধার করা হয়। তার বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় চুরির মামলা দায়ের করা হয়েছে।